

ইসলামের কাল্পনিক শত্রু

-বিপ্লব

ব্যাপারটা এতই বহুচর্চিত এবং বুকিশ, এই নিয়ে দুপাতা লেখা ঠিক নয়। তবু লিখছি, কারণ এক শ্রেনীর মৌলবাদীরা, ধর্মের ভেজাল ঢাকার জন্য ভুল আর্থ সামাজিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

কিছু মিথ্যা কলরব শুনতে পাচ্ছি। মুসলমানদের আর্থসামাজিক অবস্থার জন্য ইসলাম দায়ী নয়। দায়ী আমেরিকা। পৃথিবীর সমস্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত লোকেদের শত্রু আমেরিকা। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। মুসলমানদের এই আর্থসামাজিক অবনমনে ইসলামের কোন ভূমিকা নেই! ধর্ম অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে এমন কোন অর্থনৈতিক বিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের নাকি অস্তিত্ব নেই! এই প্রশ্ন তোলায় একজন 'সাম্প্রদায়িক অর্থনীতি' বলে একটি আওয়াজ তুলে ঠাট্টা তামাশা করেছেন।

মানুষ অজ্ঞ এবং ভীতু হলে ধর্মের পাকে নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দেয়। সে অর্থনীতি বা সমাজবিজ্ঞানের নতুন গবেষণা নিয়ে কি ই বা জানতে পারে!

তার আগে ভারতের ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া যাক। গ্রীক আক্রমণ এবং বৌদ্ধ সভ্যতা শুরু হওয়ার আগে হিন্দুরা লিখতে জানত না (৩০০-২০০, খৃষ্ট পূর্বাব্দ)। ফলে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন এক সভ্যতা বলে ধরে নিলে, বৌদ্ধ ধর্ম শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, তথাকথিক হিন্দু সভ্যতা ছিল খুবই নিম্ন মানের। জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন আঁচই লাগে নি। বেদ গুলো পড়লেই বোঝা যাবে, হিন্দুরা ছিল আদিবাসী গোষ্ঠি- সুরাপিও, খাও দাও, মেয়ে নিয়ে ফুটি, এই ছিল সমাজ। রামায়ন- মহাভারতে শল্যচিকিৎসা, গনিত, ভূবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতন বিষয়গুলি স্থান পায় নি।

ভারতবর্ষে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়, বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার পর। বৌদ্ধধর্ম আসলেই তৎকালীন হিন্দু সংস্কার আন্দোলন। যা ঈশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বরিক, আধভৌতিক অত্যাচার থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করে। এই ধর্মমুক্তির ফলে, ২০০-৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল ভারত। আরব থেকে চীন ছিল তার ছাত্র। আদি ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সব অবদানই বৌদ্ধদের। জ্ঞান বিজ্ঞানে হিন্দুদের অবদান শূন্য, পরম শূন্য, কারণ হিন্দুধর্ম ভাববাদী ভেজাল। এই আধভৌতিক দর্শন থেকে বিজ্ঞান হয় না। ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান মানে বৌদ্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান। উপনিষদও আসলেই বৌদ্ধ দর্শন।

এবার আরব জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে তাকানো যেতে পারে। আল খাওয়ারজিমি থেকে আল কারাজি, সবার পাণ্ডিত্যের কারণ গ্রীক এবং ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা। কোরানের ভেজাল পঠন নয়। আকবরের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আবুল

ফজল ছিলেন গ্রীক রাজনীতিতে পন্ডিত-প্লেটো বিশেষজ্ঞ। আসলে যুগটাই ছিল তখন এমন, মুসলমান পন্ডিতরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ইসলামে পন্ডিত হতে গেলে, তাকে গ্রীক এবং ভারতীয় দর্শনে পন্ডিত হতে হত। কোরান-হাদিসের পাণ্ডিত্য নিয়ে মুসলমান সমাজে কঙ্কে পাওয়া যেত না। ইতিহাসের কি পরিহাস! পাঁচশো বছর পর বর্তমানে, ইসলামিক পন্ডিত মানে কোরান-হাদিস বিশেষজ্ঞ! গ্রীক বা ভারতীয় দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করলে, সে হয়ে যাবে এপস্টেট! তাকে মেরে ফেলা হতে পারে!

আরো পরিহাস হচ্ছে, হিন্দুত্ববাদীদের ধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক, ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের এই স্বর্ণযুগ। ইসলামিস্টরা দেখায় আরব বিজ্ঞানের নবযুগ। বাস্তব সত্যটা হচ্ছে উভয়ে ক্ষেত্রেই হিন্দু বা ইসলামের কোন ভূমিকা ছিল না। সবটাই গ্রীক এবং বৌদ্ধ দর্শনের অবদান। বাকীটা বর্তমান ধর্মীয় রাজনীতির ধাপ্পাবাজি।

এবার কিছু অর্থনৈতিক তত্ত্বে আসি। আমি Edward P Lazear এর কিছু বক্তব্য তুলে দিচ্ছি (Economic Imperialism, 1999).

if bringing economics to bear on the analysis of family seems disrespectful, applying it to religion is downright dangerous, given the power of the higher authorities.

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই অর্থনীতিবিদের কথা বেশ সোজা-সাপ্টা। ধর্ম যে সমাজে নাক গলায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কতৃত্ব হয় অপ্রতিরোধ্য। সেখানে মানুষ, যুক্তি বিচার করে তার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না-যা অর্থনীতি বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ ধার্মিক সমাজে অর্থনীতির ভিত্তিটাই নড়ে যায়। ধর্ম কি ভাবে অর্থনীতি নস্ট করে, তার উপর যুগান্তকারী কাজ করেছেন, অর্থনীতিবিদ লরেন্স ইনাকোন (Lawrence Inacone)। তার তত্ত্ব (১৯৯১), আসলে আমরা সবাই জানি-উনি এটাকে বিজ্ঞানে পরিনত করেছেন আর কি। মূল বক্তব্য হল, ধার্মিক হলে গোষ্ঠীগত ব্যবহার বৃদ্ধি পায়-ধার্মিকরা, নিজের ধর্মের লোকেদের সাথে ছারা অন্যদের সাথে খুব একটা মেশে না। এই গোষ্ঠীবাজির ফলে ধর্মের ভিত দৃঢ় হয় বটে কিন্তু মার্কেট এবং কাস্টমারের সংকোচন হয়। শুধু কি তাই, ধার্মিকদের অনেক সিদ্ধান্তই, যুক্তিবাদের মধ্যে পড়ে না। ফলে ‘যুক্তিনির্ভর পছন্দের তত্ত্ব’, যা অর্থনীতির সকল তত্ত্বের ভিত্তি স্বরূপ, সেটাই খাজা হয়ে যায়। ফলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবার বৃটেনের দাজ্জার দিকে তাকানো যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে দাজ্জাটা মুসলমানদের সাথে বৃটিশদের হচ্ছে কেন? কেন হিন্দুদের সাথে হচ্ছে না? উত্তরটাও সবার জানা। বৃটেনে মুসলমানরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে, ফলে যুবক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক হতাশা। সেটাই দাজ্জার রূপ নিচ্ছে। হিন্দুরা সভ্যতার সংঘাতে যায় নি, বিধায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। ইসলাম গোষ্ঠীবাজি সেখায়, তাই মুসলীম অভিবাসীরা পাশ্চাত্যের সর্বত্র ঘেটো করে থাকে।

ফলে ইনাকোনের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

এই জন্য কাল্পনিক শত্রু তৈরী করা মানে নিজেদের কবর খোঁড়া।

ক্যালিফোর্নিয়া

১১/২/২০০৫

প্রথমে ইতিহাসে চোখ বোলানো যাক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সভ্যতাগুলি থেকে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য বেড়িয়ে আসবে,

- (১) গ্রীক সভ্যতা (৪০০-৬০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ)
- (২) রোমান সভ্যতা (৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দ -৬০০ খৃষ্টাব্দ)
- (৩) বৌদ্ধ সভ্যতা, মৌর্য-গুপ্ত সাম্রাজ্য (২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ-৫০০ খৃষ্টাব্দ)
- (৪) কুইন রাজতন্ত্র (চীন)
- (৫) অটোমান সাম্রাজ্য (১৫০০-১৯০০ খঃ)
- (৬) মুঘল সাম্রাজ্য (১৫০০-১৭০০ খঃ)

অটোম্যান বা মুঘল সম্রাটরা মুসলমান ছিলেন বটে, তবে মুসলিমের কয়েকজন ছাড়া সবাই ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন। সম্রাট আকবরতো ইসলাম ধর্মটাই তুলে দিতে চেয়েছিলেন। গ্রীক এবং রোমানরা খৃষ্টান হওয়ার আগে প্যাগান ছিল।